অমর চরিত্র কথা

টা. 4·00

পরমহংস যোগানন্দ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক মহাযোগী

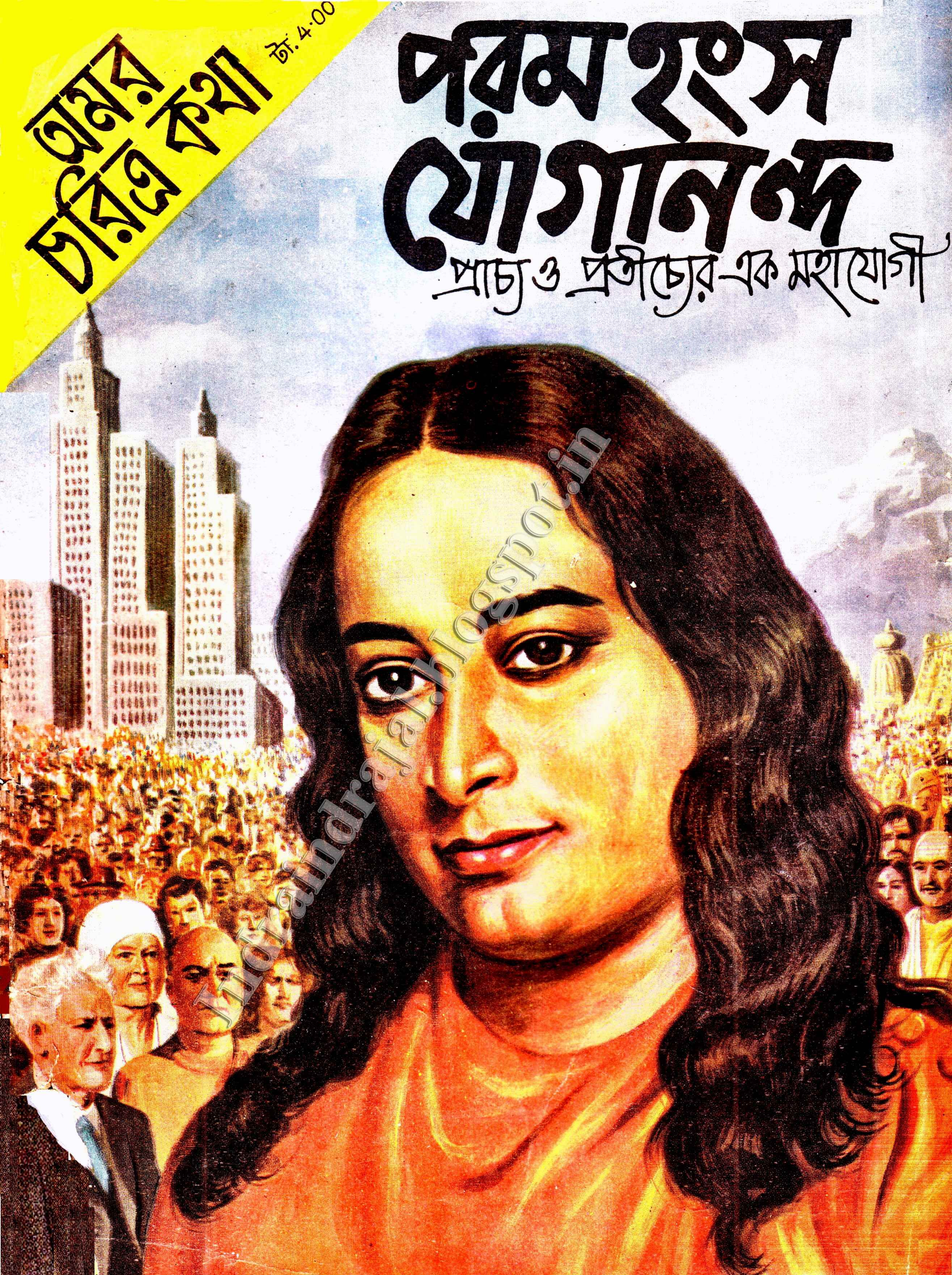

indraindrajal.blogspot.in

১৮৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারি গোরখপুরে জন্ম মুকুন্দলাল ঘোষের। সাধু-মহাপুরুষেরা ভবিষ্যদ্বানী করেন, মুকুন্দের জীবন হবে অনন্যসাধারন। খুব অল্প বয়স থেকেই ধর্মের দিকে ঝোঁক মুকুন্দের। সতেরো বছর বয়সে তিনি গুরু স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরির সামীপ্যলাভ করেন। গুরুর নির্দেশিত পথে চলে তাঁর ঈশ্বরলাভ হয়। সন্ন্যাসাশ্রমের 'যোগানন্দ' নাম ও 'পরমহংস' উপাধি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিরই দেওয়া।

পরমহংস যোগানন্দ

পরমহংস যোগানন্দ চান সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে। কিন্তু গুরুদেব ও পরম গুরুদেব মহাবতার বাবাজীর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হয় তাঁকে। তাঁদের ইচ্ছা, তিনি সারা বিশ্বের ক্রিয়া যোগের অতি প্রাচীন জ্ঞান প্রচার করুন। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ও ব্যক্তিগত জীবনেও সক্রিয়ভাবে তাঁকে অংশীদার করার আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকৌশল হচ্ছে ক্রিয়াযোগ। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯১৭ সালে যোগানন্দজী প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় 'যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি'-র। পরে তিনি আমেরিকায় 'সেলফ রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপ' বা আত্মোপলব্ধি পরিষদ নামে এক আন্তর্জাতিক সোসাইটি স্থাপন করেন।

যোগানন্দজীর ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অন্যের হৃদয়েও পারস্পরিক ভালোবাসার উদ্রেক করে। ক্রমে তিনি প্রেমাবতার বা স্বর্গীয় প্রেমের অবতার রূপে পরিচিত হন। তিনি শিক্ষা দেন, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং এটাই মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের সার্বিক পথ। ভারতবর্ষের মহান সার্থক আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুর অন্যতম শ্রীযোগানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এক যথার্থ যোগসূত্র।

লেখাটি ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সেলফ-রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপ/যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত

'অমর চিত্রকথা'র বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক :
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট.
কলকাতা / ৭০০ ০৭৩ ফোন / ৩৪ ৮০৪৩

BEN

Script approved by the International Publications Council of Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India

Published by H.G. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059

Editor: Anant Pai **Artworks: Souren Roy**

পরমহংস যোগানন্দ*

বদ্রীনারায়ন মন্দিরের কাছে এক গুহায় থাকতেন বাবাজী নামে এক মহান সাধক।

তিনি ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে আবার নতুন করে পার্থিব যন্ত্রনাক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির পথ-নির্দেশ করে দেন।

১৮৯৪ সালে তিনি এলাহাবাদের কুম্ভমেলা* দর্শনে এসেছিলেন।

ঐ যে লোকটাকে দেখছো, ও এক-জন জ্ঞানী, কিন্তু মনঃকষ্টে আছে। যাও, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

হ্যাঁ, গুরুদেব।

যিনি বাবাজীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন, তিনি হলেন শ্রীযুক্তেশ্বর।

যারা মনে করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিলে লাভবান হওয়া যায়, তারা কী মূর্খ!

* প্রতি বারো বছর অন্তর এই ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

BENG.

এই গৈরিক বসন-পরিহিত ভিক্ষুকদের চেয়ে যারা মানুষের সত্যিকারের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে, বস্তুবাদী পশ্চিমী দুনিয়ার সেই সব বিজ্ঞানীরা সম্ভবত: ঈশ্বরের কাছে অনেক বেশি প্রিয়!

মহাশয়, গুরুদেব আপনাকে ডাকছেন!

কোনও গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উৎসাহ আমার আদৌ নেই। তবে ইনি আমাকে আকর্ষণ করছেন। আমি নিশ্চয় যাবো।

প্রনাম, প্রভু!

আমি জানি, তুমি চরম মানসিক দ্বন্দ্বে আছো। তাই তোমাকে ডেকেছি।

প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ আর পশ্চিমী দুনিয়ার কর্মের প্রেরনা – এই দুয়ের সংমিশ্রনই তো মানব জাতির সহায়ক। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইউরোপ ও আমেরিকার সম্ভাবনাময় সাধুদের। তাঁদের ঘুম ভাঙানো দরকার।

কয়েক বছর পরে আমি তোমার কাছে এক শিষ্যকে পাঠাবো। পশ্চিমী দুনিয়ায় যোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি তাকে শিক্ষিত করে তুলবে।

শ্রীযুক্তেশ্বরের কাছে যে শিষ্য সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ১৮৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারি ভগবতী চরন ঘোষ ও জ্ঞানপ্রভা ঘোষের সন্তানরূপে গোরখপুরে* তাঁর জন্ম হয়।

আমাদের এই ছেলের নাম হবে মুকুন্দ।

খুব ভালো নাম।

তাঁর জন্মের অল্প দিন পরেই—

কাল মুকুন্দকে আমাদের গুরু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে নিয়ে যাবো।

হ্যাঁ, মহর্ষির আশীর্বাদ তাঁর অবশ্যই দরকার।

পরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়িতে—

মা জননী, তোমার সন্তান মহাযোগী হবে। বহু মানুষকে সে ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ দেখাবে।

লাহিড়ী মহাশয় তাঁর ভবিষ্যদ্বানী সফল হতে দেখে যেতে পারেন নি। অল্প কিছুদিন পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

ধার্মিক পিতামাতার চরিত্রের প্রভাবে খুব অল্প বয়সেই মুকুন্দের অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ হয়।

এমন কি যখন সে খুবই ছোট, তখন থেকেই সকাল ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন সে উপাসনা করতো।

* উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

একদিন যখন সে ধ্যানমগ্ন, ছবির মধ্য থেকে লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং সশরীরে আবির্ভূত হলেন...

...এবং মুকুন্দের সামনে উপবিষ্ট হলেন।

পরবর্তীকালে, এমন ঘটনা বহুবারই ঘটেছে।

আট বছর বয়সে মুকুন্দ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লো।

কলেরা হয়েছে!

কলেরা! হায় ভগবান!

আর কোনও আশা নেই! এখন আর ওষুধে কোনও কাজই হবে না।

হে ভগবান!

খোকা, ভেবো না! ওষুধে যা হয় না, আমাদের গুরুদেব তা করতে পারেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। তিনি তোমাকে সুস্থ করে তুলবেন।

মুকুন্দ এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, হাত দুখানাও তুলতে পারতো না। তাই সে মনে মনে লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিতে প্রনাম করতো।

চোখ ধাঁধানো আলোর ছটা দেখা গেল—

মা, এখন আমার অনেক ভালো লাগছে।

হে সর্বব্যাপী প্রভু, তোমার অশেষ করুনা!

এই সব অলৌকিক ঘটনা মুকুন্দের হৃদয়ের ধর্ম্মভাবকে একটি সঠিক আধ্যাত্মিক পথে চালিত করলো।

আমাকে যোগী হতে হবে।

একদিন, মুকুন্দ ধ্যানে বসেছে—

ঐ আশ্চর্য্য আলোটা কি? আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!

BENG.

Indrajal.blogspot.in

এই অভিজ্ঞতার পর মুকুন্দ তার নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারতো। একদিন, সে তার বোন উমার সঙ্গে পড়তে বসেছে—
পায়ে একটা ফোঁড়া হয়েছে।
উমা, ওটাতে একটা মলম লাগিয়ে দিচ্ছি!
বোনের পায়ে কিছুটা মলম লাগিয়ে দিয়ে মুকুন্দ নিজের হাতেও কিছুটা মলম লাগিয়ে নিল।
এটা করছো কেন?
কারন, নিশ্চয়ই আগামী কাল এখানে একটা ফোঁড়া হবে!
তুমি এতো নিশ্চিত হলে কি করে? মিথ্যা কথা বলছো!
আমাকে মিথ্যাবাদী বললে? কাল তোমার ফোঁড়াটা দ্বিগুন হয়ে যাবে!
পর দিন, মুকুন্দ যা যা বলেছিল, ঠিক সে রকমটাই হলো।
মা, মুকুন্দ শাপ দিয়েছিল, আমার ফোঁড়াটা বড়ো হয়ে গিয়েছে! ভীষন কষ্ট হচ্ছে!
তুমি মিথ্যাবাদী বলছো আমাকে! আমারও তো কষ্ট হয়েছে!
মুকুন্দ, তুমি যে ক্ষমতা পেয়েছো সেটা ঈশ্বরপ্রদত্ত। অন্যের ক্ষতি করার জন্য কখনও একে ব্যবহার করো না।
আর করবো না, মা!
মুকুন্দ কখনও তাঁর উপদেশ ভোলেনি।

মা কালীর একটি ছবি মুকুন্দের বাড়ির বারান্দাকে পবিত্র স্থানে পরিনত করেছিল। সেই পূতস্থানে মুকুন্দ উপলব্ধি করলো, তার প্রতিটি প্রার্থনাই মঞ্জুর হবে। এক দিন—

তুমি এতো চুপচাপ কেন?

উমা, আমি যা চাই দেবী ভগবতী আমাকে তাই দেন! কী মজা, তাই না?

তাহলে তিনি তোমাকে ঐ দুটো ঘুড়িও দেবেন?

কেন দেবেন না?

মুকুন্দ নিঃশব্দে প্রার্থনা করতে লাগলো।

ঘুড়ি দুটো তাদের দিকে ভেসে এলো!

মুকুন্দ ঘুড়ি দুটো ধরে ফেললো। বোনের হাতে সে দুটো ঘুড়িই দিয়ে দিলো।

সত্যি সত্যিই, মা ভগবতী তোমার কথা শোনেন। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা অলৌকিক মনে হচ্ছে।

ভীত হরিনা শিশুর মতো সে পালিয়ে গেল।

BENG.

পৃথিবীতে মার চেয়ে প্রিয় বন্ধু আর মুকুন্দের কেউ নেই। মা যে গল্পগুলি বলতেন, মুকুন্দ সেগুলি শুনতে খুব ভালোবাসতো।
মা-গো! ভগবান কৃষ্ণের আর একটা গল্প বলো!
ভাগ্যের নির্ধারিত ভবিষ্যৎ ক্রমশ স্পষ্টতর হতে লাগলো। একদিন সকালে—
মা ঠাকরুন, এক জন সাধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।
মা, পৃথিবীতে তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আগামী কাল উপাসনার সময় তোমার হাতে একটি রৌপ্য কবচ পাবে।
তোমার ছেলে অনন্তকে বলবে, সে যেন তোমার মৃত্যুর এক বছর পর মুকুন্দকে কবচটি দেয়। কাজ হয়ে গেলে কবচটি অন্তর্ধান করবে।
পরদিন সন্ধ্যায় জ্ঞানপ্রভা উপাসনায় বসেছেন—
এ কী! রৌপ্য কবচ! সাধু ঠিক যেমনটি বলেছিলেন!

BENG.

দু' বছর পরে—

মা, মাগো, ওরা তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে।

কেঁদো না, মুকুন্দ।

বাছা, আমিই তোমাকে জন্ম-জন্মান্তর মায়ের মতো লালন করেছি। আমার চোখের দিকে তাকাও—সেই সুন্দর কালো চোখ যাকে তুমি খুঁজছো।

ইনিই সেই মা ভগবতী!

মুকুন্দের দাদা অনন্তও তাকে অবাক করলো।

মৃত্যু-শয্যায় মা তোমাকে এটা দিতে বলেছেন।

যে মুহূর্তে মুকুন্দ কবচটি হাতে নিল—

আহ্! কী অদ্ভুত অনুভূতি এনে দিলো কবচটি। মনে হচ্ছে, আমার জন্মজন্মান্তরের গুরু-দেবরা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

যোগী হওয়ার ইচ্ছা মুকুন্দের মধ্যে ক্রমে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো।

চলো, আমরা হিমালয়ে যাই। সেখানে আমরা যোগী হবো। শুনেছি, তাঁরা বন্য পশুকেও বশে আনতে পারেন।

হ্যাঁ, চলো যাই।

BENG

মুকুন্দ ও তার দুই বন্ধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেনে চেপে বসলো।

মুকুন্দের দাদা অনন্ত বুঝতে পেরে পুলিশে খবর দিল। মাঝ পথে পুলিশ তাদের ধরে ফেললো।

তোমার নাম কী? মুকুন্দ? তোমাদের আর যেতে দেওয়া হবে না। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে তোমার দাদা এখানে আসছেন।

মুকুন্দ কলকাতায় তাদের বাড়িতে ফিরে এলো।

আমি তোমার ঈশ্বর-অন্বেষণে বাধা দিতে চাই না, বাবা! বরং তোমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি তোমার সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি।

কিন্তু তোমার বিদ্যালয়ের পাঠ আগে শেষ করতে হবে।

তাই হবে, বাবা।

বাবা যে আমার আধ্যাত্মিক পথের বিরোধিতা করছেন না, সেটাই আমার পক্ষে অনেকখানি।

BanglaBook.org

BENG.

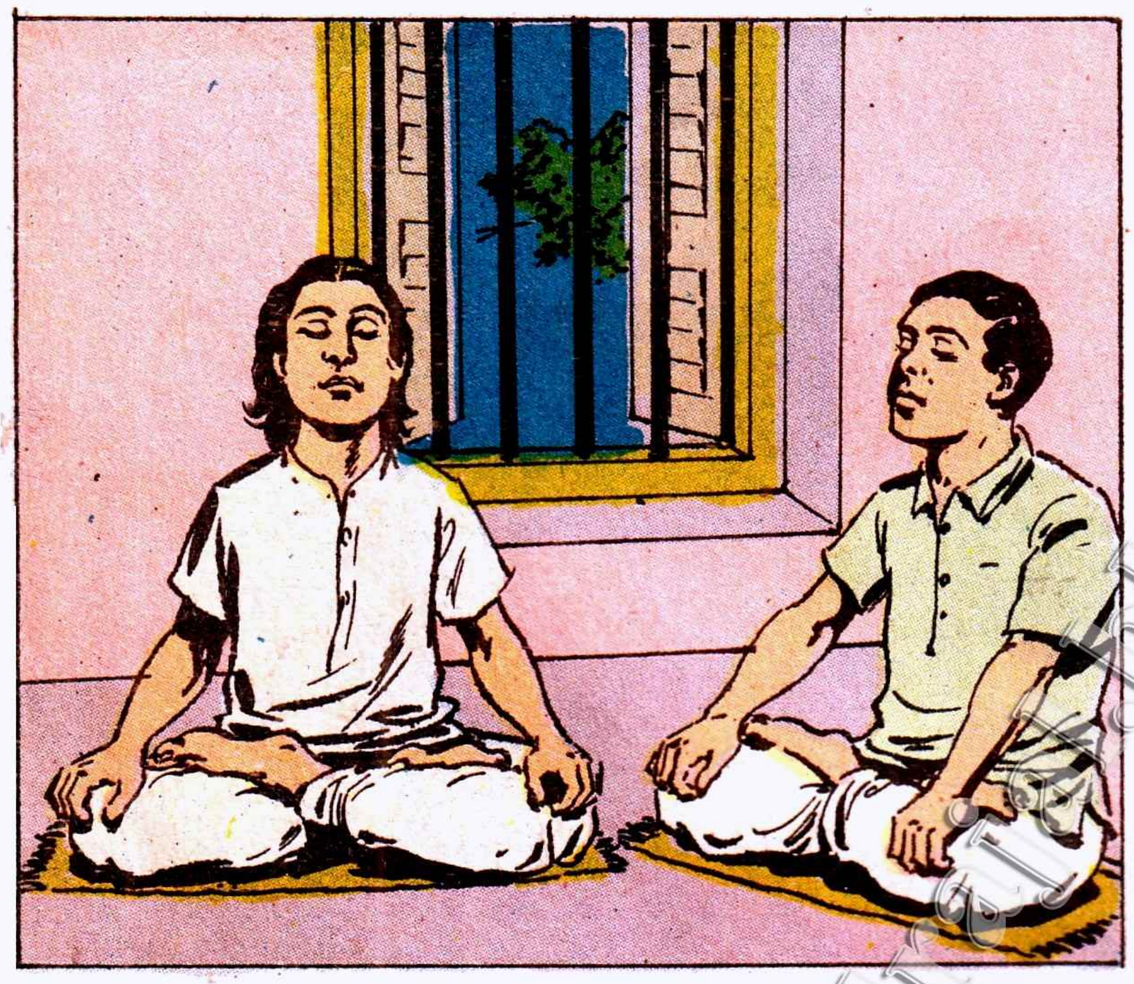

লৌহদৃঢ় সংকল্প নিয়ে মুকুন্দ ঈশ্বর-অন্বেষণ শুরু করলো। একদিন—
... তবে আমি কেন তাঁর দেখা পাই না?
তুমিও পাবে! আজ রাতে শ্রীকৃষ্ণের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যান করবো।
সূর্য উদয় হলে—
অনেক হয়েছে মুকুন্দ, আমি শুয়ে পড়ছি।
আমি কিছুতেই উঠবো না।
হঠাৎ একটা চোখ ধাঁধানো আলোয় ঘরটা ভরে গেল।
ভগবান কৃষ্ণ!
মুকুন্দ বন্ধুর বুকে মৃদু স্পর্শ করলো। সে-ও ভগবানকে দেখতে পেল।

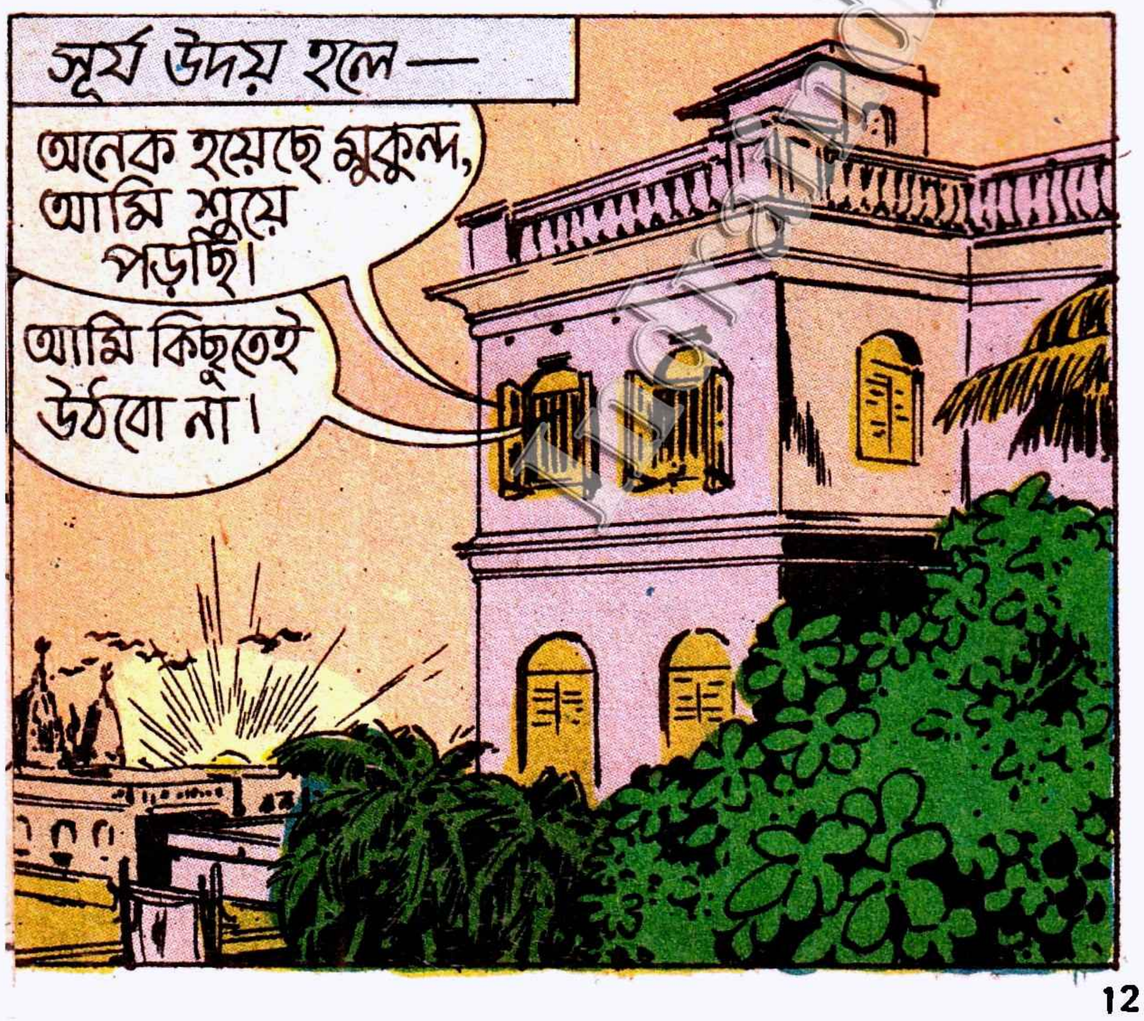

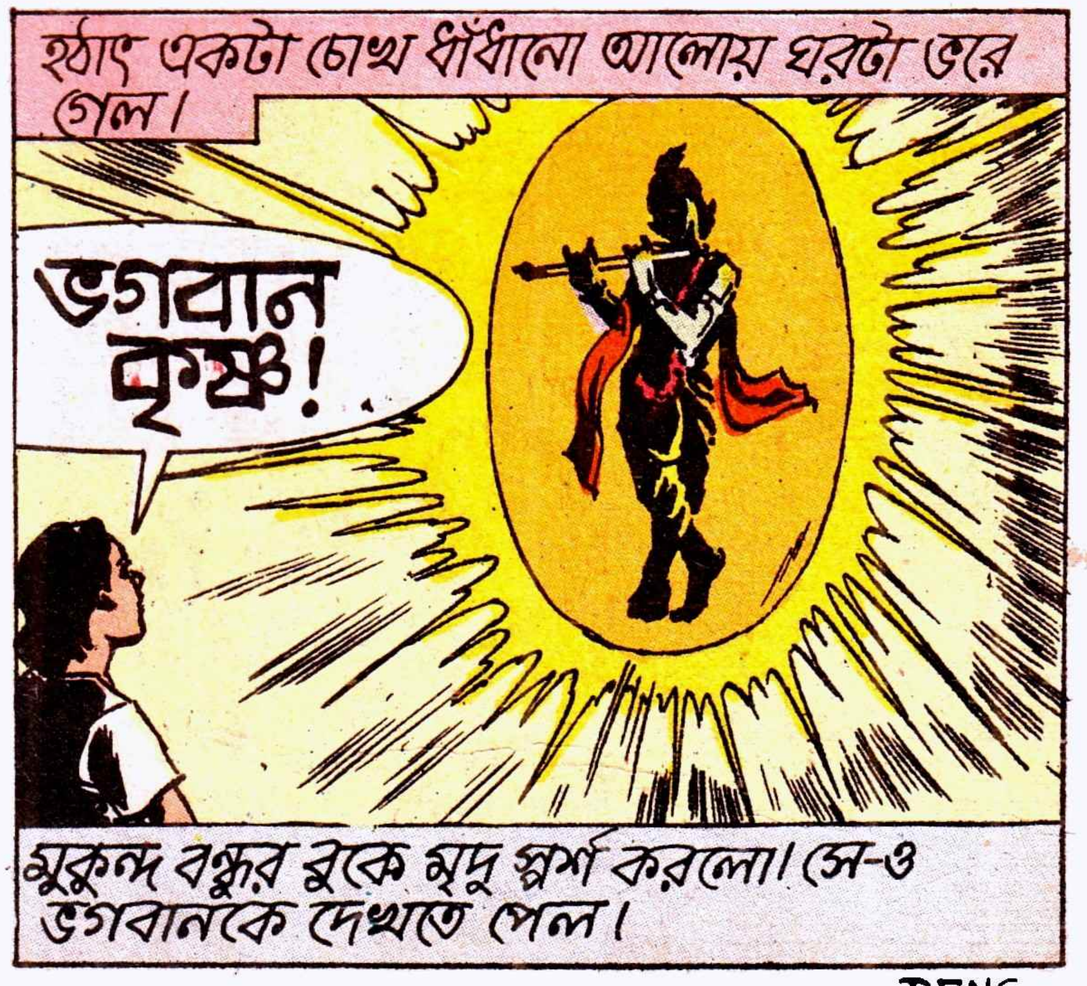

বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী মুকুন্দ বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ করেনি। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা আগুন সব সময়েই জ্বলতো।
এ সবই পার্থিব জ্ঞান। আমি আধ্যাত্মিক সত্যকে খুঁজছি। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার গুরুকে।
লেখাপড়ায় মুকুন্দের সত্যিকারের আগ্রহ ছিল না। এ ভাবেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া সে শেষ করে ফেললো।
বাবা, এবার আমি একটা আশ্রমে যেতে চাই!
আমি তোমাকে একটা শেষ অনুরোধ করছি, বাবা, সংসার ত্যাগ করো না!
বাবার কথা মুকুন্দর হৃদয়কে স্পর্শ করলো। তবুও তার আধ্যাত্মিক পথের জন্য আগ্রহ ছিল এর চেয়েও তীব্র।
বাবা, যে ঈশ্বর আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমার ইচ্ছাকে বাধা দিও না। তোমার আশীর্বাদ নিয়ে আমাকে তাঁর খোঁজে যেতে দাও।
তাই হোক, বাবা।
মুকুন্দ বারানসীতে এক আশ্রমে এলো।

অল্পদিনের মধ্যেই মুকুন্দ বুঝতে পারলো, সে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশের খোঁজ করছে, এখানে সে পরিবেশ নেই।
ধ্যান করছো? এখন? এখন তো তোমার আশ্রমের কাজে সময় দেওয়া উচিত।
উপাসনার কাজে মুকুন্দের প্রচেষ্টাকে বারবারই উপেক্ষা করা হলো।
ধ্যান করার জন্য এতো সময় নষ্ট করছো কেন?
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।
খুব তাড়াতাড়ি ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা করো না।
ক্রমাগত বিদ্রূপে উপহাসে মুকুন্দ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লো। সাধারনত: এ সময়ে সে তার রৌপ্য কবচটি স্পর্শ করতো। একটা বন্ধ বাক্সের মধ্যে মুকুন্দ কবচটি রেখে দিয়েছিল।
এই কবচের স্পর্শেই আমার শান্তি নেমে আসে!
একদিন —
কবচটা? নেই!

সাধুর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী কবচটি অদৃশ্য হয়ে গেল। নিদারুন মানসিক ক্লেশে মুকুন্দ মুহ্যমান হয়ে পড়লো। মা ভগবতীর কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা জানালো।
করুনাময়ী মা গো, আমার একান্ত প্রার্থনা—তুমি নিজে আমাকে শিক্ষা দাও ; না হলে গুরুর সন্ধান দাও।
আজই তোমার গুরুর দেখা পাবে
মুকুন্দ, আশ্রমের জন্য কিছু জিনিস কিনতে হবে। আমার সঙ্গেঁ এসো।
ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।
বাজারে—

সহসা—

আর চলতে পারছিনা!

কি হলো তোমার?

মুকুন্দ একদৃষ্টিতে কি যেন দেখছিল।

ঐ সাধু যেন আমাকে তাঁর কাছে ডাকছেন।

তুমি কি পাগল?

মুহূর্তের মধ্যেই মুকুন্দ সেই সাধুর দিকে ছুটে গেল। ইনিই সেই বাবাজীর শিষ্য, যুক্তেশ্বর।

গুরুদেব!

অবশেষে তুমি আমার কাছে এলে!

কৃপা করে আমাকে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার পথ দেখান।

আমি যা কিছু জানি, সবই তোমাকে শেখাবো, শপথ করছি। কিন্তু এখন তোমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে।

আমি ঘরে যাবো না। আপনার সঙ্গে আশ্রমে যাবো।

BENG.

* কলকাতার কাছে।

BENG

কিন্তু মুকুন্দ অবসর সময়ের সবটাই শ্রীযুক্তেশ্বরের আশ্রমে কাটাতো এবং নিয়মিতভাবে পাঠ-আলোচনা শুনতো।

আমি জানি। কিন্তু তুমি এখন তিনটি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখছো। তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু এখন তোমার অধ্যয়ন করা উচিত।

হ্যাঁ, গুরুদেব।

মুকুন্দ, একাগ্রতা ব্যতীত সত্যকে আয়ত্ত করা যায় না।

আপনার প্রতিটি শব্দ আবার বলে যেতে পারি।

একদিন সকালে, গুরুদেব মুকুন্দকে ডেকে পাঠালেন।

শীঘ্রই তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে!

শ্রীযুক্তেশ্বরের স্পর্শে মুকুন্দ ঈশ্বরের সদানন্দ চিরন্তন মহাজাগতিক জ্ঞানের রাজ্যে, সমাধির স্তরে পৌঁছে গেল।

indrajalcomics

BENG.

এই চরম আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলো না। পৃথিবীতে তোমার অনেক কাজ বাকি।

মুকুন্দ গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর আশীর্বাদধন্য বহু বছর কাটিয়ে দিলো।

কিছুদিন পরে, দক্ষিনায়ন উৎসব উপলক্ষে পুরীতে শ্রীযুক্তেশ্বর একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন।

মুকুন্দ, ভক্তদের নিয়ে শহর ও সমুদ্র সৈকত পরিক্রমা করে এসো।

গুরুদেব! গরম বালির উপর দিয়ে আমরা খালি পায়ে কি করে হেঁটে যাবো?

ঈশ্বর তোমাদের জন্য মেঘের আবরন তৈরি করে দেবেন। তোমরা অনায়াসে হেঁটে যেতে পারবে।

ভক্তের দল আশ্রম ছেড়ে আসতেই আকাশ যেন যাদুমন্ত্রে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো।

দেখতে পাচ্ছো, মেঘ!

বৃষ্টি!

অলৌকিক ব্যাপার!

তারা ফিরতেই মেঘ অদৃশ্য হলো। বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে গেল।

দেখলে তো ঈশ্বরের মহিমা। আমার আবেদনে তিনি যেমন বৃষ্টি ধারা পাঠিয়েছেন, সেই রকমই যারা বিশ্বাস নিয়ে আবেদন করে তিনি তাদের কথা শোনেন।

মুকুন্দর পড়াশোনা শেষ হলে —

মুকুন্দ, এখন তুমি স্নাতক হলে। তোমার চাকরি নেওয়া উচিত। রেলে একটা প্রশাসনিক কাজের চাকরির পদ খালি আছে।

কিন্তু বাবা, আমার যে অন্য পরিকল্পনা আছে!

মুকুন্দ, এ ধরনের চাকরি সচরাচর পাওয়া যায় না। তুমি এ কাজ নেবে, আমি বলছি।

আমাকে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মুকুন্দ তখুনি শ্রীযুক্তেশ্বরের কাছে গেল।

গুরুদেব, বাবা আমাকে চাকরি করতে বলছেন। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী হতে চাই।

মুকুন্দ, সন্ন্যাসীর জীবন বড়ো কঠিন। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীপুত্রের অভাব বোধ করবে।

না, গুরুদেব। ঈশ্বরের স্থান আমার জীবনে সবার আগে।

* ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দ।

বছর দুই পরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রন জানান।
ফুল ও পাখিদের মধ্যেই শিশুরা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ পায়।
আপনার মতাদর্শের সঙ্গে আমিও একমত দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে।
রাঁচিতে একদিন ভাঁড়ার ঘরে একান্তে ধ্যানরত অবস্থায় তিনি একটি দৃশ্য দেখতে পেলেন।
আমেরিকা! এঁরা নিশ্চয় আমেরিকা-বাসী!
আমেরিকা! আমি দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মারা আধ্যাত্মিক জাগরনের জন্য অপেক্ষা করছেন।
ঈশ্বর আমাকে আমেরিকায় ডেকে পাঠিয়েছেন।
অল্প দিনের মধ্যেই যোগানন্দ আমেরিকা যাওয়ার একটি আমন্ত্রন পেলেন। শ্রীযুক্তেশ্বরের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা হলো।
প্রথমে এটা আমার স্বপ্ন ছিল। এখন বোস্টনে ধর্মীয় উদার-পন্থীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে আমাকে আমন্ত্রন জানিয়েছেন।
তোমার সামনে এখন সব দরজাই খোলা!

কিন্তু তাঁর বাবা আপত্তি জানালেন—

কি ভাবে যাবে তুমি? কে তোমাকে অর্থ দেবে?

ঈশ্বরই আমাকে অর্থ দেবেন, সম্ভবতঃ তোমার মাধ্যমেই!

আমি! মোটেও না! আমার অন্য দায়িত্বও আছে!

কিন্তু পর দিন—

এই অর্থ তোমার সফরের জন্য। লাহিড়ী মহাশয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে আমি চাই তাঁর ক্রিয়াযোগের* বানী সারা বিশ্বে পৌঁছে দাও।

যদিও যোগানন্দ আমেরিকা যাত্রার জন্য মনস্থির করেছিলেন, তবুও তাঁর দ্বিধা ছিল।

হে ঈশ্বর, আমাকে ভরসা দাও, আমি যেন আধুনিক উপযোগবাদের কুয়াশায় নিজেকে হারিয়ে না ফেলি।

কয়েক ঘন্টা পরে—

খট্ খট্—

কে হতে পারে! আমি চেয়েছিলাম, কেউ যেন বিরক্ত না করে।

*যে ধ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে ঐশ্বরিক উপলব্ধির চরম স্তরে পৌঁছানো যায়।

বাবাজী!

ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমেরিকা যাও। ক্রিয়াযোগের বানী প্রচারের জন্য তোমাকেই আমি নির্বাচন করেছি।

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এই ক্রিয়া-যোগ অবশেষে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

বাবাজী যোগানন্দকে কয়েকটি ব্যক্তিগত নির্দেশ দিলেন। কয়েকটি ভবিষ্যদ্বানীও করেছিলেন।

১৯২০ সালের আগস্ট মাসে যোগানন্দ 'সিটি অফ স্পার্টা' জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করলেন।

জাহাজে তিনি প্রার্থনা করতেন।

কি অপেক্ষা করছে আগামী দিনে? ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র প্রেরনাদাতা।

সেপ্টেম্বর, ১৯২০। বোস্টন শহরের কাছে জাহাজ নোঙর করলো। অধিকাংশ আমেরিকাবাসীই এর আগে কোনও স্বামীজীকে দেখেননি।

আপনি কি কোনও ভবিষ্যদ্বক্তা?

না। মানুষকে আমি তার ভাগ্য কি করে ঠিক করা যায়, সেই কথা বলি।

BENG.

অক্টোবর মাসের ৬ তারিখ, ১৯২০ সাল। যোগানন্দ ধর্মীয় সম্মেলনে ভাষন দিলেন। বিশাল শ্রোতৃমন্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হলো।

ধর্ম সর্বজনীন ও এক। বিশেষ বিশেষ প্রথা ও আচারকে আমরা এক করতে পারি না...

...কিন্তু সর্বধর্মের সাধারন বিষয়বস্তুকে আমরা সর্বজনীন হিসাবে ভাবতে পারি।

তাঁর 'ধর্মের বিজ্ঞান'-এর উপর আলোচনা বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। তিনি চার বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের নানা স্থানে ভাষন দেন।

ঈশ্বর এক। তাঁর কাছে যাওয়ার পথ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিন্ন।

এমন কি পাপাত্মারাও তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হলো—

হাত তোলো!

কী চাও তোমরা? অর্থ? আমার যা আছে, নিয়ে যাও।

স্বামীজী সমাধিস্থ হলেন।

আমরা এই লোকটির সর্বস্ব লুন্ঠন করলাম, তবুও কোনও ঘৃনা নেই আমাদের ওপর।

আশ্চর্য ভালোবাসা এঁর! সত্যিই ইনি মহাত্মা!

স্বামীজীর প্রেম তাদের হৃদয় পরিবর্তন করলো।

আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনার জিনিস লুণ্ঠন করতে পারব না!
অসংখ্য মানুষ তাঁর প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করেছে। এজন্য যোগানন্দকে বলা হতো — প্রেমের অবতার।
হাজার হাজার মানুষ তাঁর কথা শুনতে আসতো। স্বামীজীর কিন্তু মনে হতো তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পারছেন না।
করুনাময় ঈশ্বর! তুমি আমাকে কেন আমেরিকায় নিয়ে এসেছো?
দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখলেন —
দিব্যদৃষ্টিতে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়া দরকার।

১৯২৫ সালে যোগানন্দ লস এঞ্জেলস-এ পৌঁছলেন এবং সেখানে ভাষন দিতে শুরু করলেন। তাঁর প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি জায়গা খোঁজ করার সময় তিনি ভেতর থেকে একটি নির্দেশ পেলেন। এবং সদলবলে ওয়াশিংটন পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে গেলেন।

এটাই আমাদের! ঈশ্বর স্বপ্নে আমাকে এটাই দেখিয়েছেন।

কিন্তু গুরুদেব, এটা তো "ব্যক্তিগত সম্পত্তি।"

PRIVATE PROPERTY

ঈশ্বরের পরম করুণায় যোগানন্দ দেখলেন ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে। কিন্তু তাঁর কাছে ক্রয় করার মতো অর্থ কোথায়? এই সময়ে আকস্মিকভাবে—

স্বামীজী, আপনি কি লস এঞ্জেলস-এ মঠ তৈরি করবেন না?

আমরা একটি আদর্শ বাড়ি দেখেছি। কিন্তু কেনার মতো অর্থ আমাদের নেই!

আমার স্বামীকে সুস্থ করে তোলার জন্য আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনি কি আমার এই অর্থ নেবেন যাতে বাড়িটি ক্রয় করা যেতে পারে?

আমার প্রার্থনার যথার্থ উত্তর! ঈশ্বর আপনার কল্যান করুন।

কিন্তু টাকা দেওয়া হবে তার আগের দিনও তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না।

প্রভু, এই কি তোমার ইচ্ছা? তুমিই আমাকে পশ্চিমের দেশে পাঠিয়েছিলে।

তথাস্তু! তুমি সাহায্য পাবে।

স্বামীজী তাঁর ঘরের দিকে গেলেন। হঠাৎ একটা জানালা সশব্দে খুলে গেল আর এক ঝটকা হাওয়া তাঁর মুখে এসে লাগলো। ঘুরে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়লো টেলিফোন।

আঃ! হঠাৎ মনে পড়লো এক ছাত্র আছে, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে!

BENG

হ্যাঁ, স্বামীজী, আমি অপ্রত্যাশিত কিছু অর্থ পেয়েছি। আপনি কি গ্রহন করবেন?
হ্যাঁ, অবশ্যই নেবো! আগামী কাল দুপুরে রিয়েল এস্টেটের অফিসে উপস্থিত থেকো। না হলে আমরা সম্পত্তিটি কেনার সুযোগ হারাবো।
পরদিন, আর এক জনও হাজির। ঐ সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল।
প্রয়োজনীয় অর্থ এনেছি!
কিন্তু আমি আরও বেশি টাকা দেবো।
আমি দুঃখিত। স্বামী যোগানন্দই প্রথম ক্রেতা।
ওয়াশিংটন পাহাড়ে স্বামী যোগানন্দ তাঁর আমেরিকাস্থিত সদর দপ্তর স্থাপন করলেন; নামকরন করা হলো 'আত্ম-উপলব্ধি পরিষদ'। আবার তিনি ভাষন দিতে শুরু করলেন।
আসুন, আমরা সর্ব জাতির মানুষকে — বাদামী, পীত, লাল, কালো, সাদা সবাই একই নামে ডাকি: ভাই, ঈশ্বরের সন্তান।
যোগানন্দের গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বানী সফল হলো। তাঁর শিক্ষাদানের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে লাগলো বহু মানুষ।
আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমেরিকার একটি প্রকাশ্য জন-সভায় দর্শকরা একনাগাড়ে তিন ঘন্টা ঈশ্বরের নামগান করতে পারেন!
অনেকেই তাঁর আশীর্বাদ পেলেন। অনেককে তিনি বহু পুরনো রোগের হাত থেকে নিরাময় করলেন। একবার সল্ট লেক শহরে —
কী নাম আপনার? এতো দুর্বল কেন?
ফায়ে রাইট। গত তিন বছর ধরে রক্তের একটি বিশেষ অসুখে আমি ভুগছি।
BENG.

তুমি কি বিশ্বাস করো, ঈশ্বর তোমাকে নিরাময় করতে পারেন?

হ্যাঁ, আমার কোনও সংশয় নেই!

এখন থেকে তুমি রোগমুক্ত হলে।

কয়েক সপ্তাহ পরে সেই ভয়ানক রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ফায়ে রাইট লস এঞ্জেলস-এ গুরুর আশ্রমে এলেন। পরবর্তীকালে তিনি 'আত্ম-উপলব্ধি পরিষদ' ও 'যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি'র সংস্থাপক হন এবং শ্রীদয়ামাতা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকৌশল শিক্ষা দেওয়াই যোগানন্দের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত হাজার হাজার আমেরিকাবাসী তাঁর কাছে যোগ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ সালে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রীযোগানন্দ একদিন শুনতে পেলেন শ্রীযুক্তেশ্বরের কণ্ঠস্বর।

যোগানন্দ, তুমি এসো। আমি শীঘ্রই দেহত্যাগ করবো।

যোগানন্দ গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে ভারতে ছুটে এলেন।

গুরুদেব!

আমার কাজ শেষ। আমার আশ্রমগুলি তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে আমি আধ্যাত্মিক মার্গের সর্বোচ্চ উপাধি 'পরমহংস' দিলাম।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে শ্রীযুক্তেশ্বর মহাসমাধি লাভ করেন। তিন মাস পরে, যোগানন্দ গুরুদেবকে তাঁর নব অবয়বে দেখতে পেলেন।

প্রভু, সত্যিই তোমাকে দেখছি।

হ্যাঁ, যোগানন্দ। এবার আমি তোমাকে জন্ম ও মৃত্যুর পরম রহস্য জানাবো।

১৯৩৬ সালের অক্টোবরে পরমহংস যোগানন্দ আমেরিকা ফিরে গেলেন। এনসিনিট্যাস-এর নতুন আশ্রম দান করেছিলেন রাজর্ষি জনকানন্দ*। এখানে পরমহংস যীশুখ্রষ্টের বাণীর ভাষ্য লিখলেন।

সার কথা হলো, ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে যে যোগশিক্ষা দিয়েছেন, 'নিউ টেস্টামেন্ট' সেই একই শিক্ষাকে তুলে ধরেছে।

এক আলোকসমারোহের মধ্যে যীশু তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন।

সেই একই পানাধার থেকে তুমিও পান করেছো।

১৯৪৮ সালে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবেশ করলেন পরমহংস। প্রায় বারো ঘন্টারও বেশি তিনি মা ভগবতীর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। তাঁর ভক্তরা বিভিন্ন স্বরে যোগানন্দের কণ্ঠে মা ভগবতীর উত্তরগুলি শুনতে পেয়ে ধন্য হলেন।

পরমহংস জানতেন, তাঁর লেখা শেষ করার জন্য আর সামান্য সময় তাঁর হাতে আছে। ভগবদ্গীতার একটি ভাষ্য তিনি বলতে শুরু করলেন।

একজন মানুষ যতোই খারাপ হোক, যদি সে ঈশ্বরকে যথেষ্ট গভীরভাবে ভালোবাসে, তাহলে সে ক্ষমার যোগ্য হয়।

*যোগানন্দের পরবর্তী প্রথম আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী।

BENG

১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ, পরমহংস যোগানন্দকে আমেরিকায় প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বি. আর. সেনের সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় ভাষন দিতে আমন্ত্রন করা হয়। সেদিন সকালে —
দয়া মাতা, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমি পৃথিবী থেকে চলে যাবো।
গুরুজী, আপনাকে ছাড়া কি ভাবে আমরা কাজ করবো?
একমাত্র প্রেমই আমার বিকল্প হতে পারে।
সেই ভোজসভায়, যেমন তিনি প্রায়ই ভবিষ্যদ্বানী করতেন, সেই রকমই ভারতবর্ষ ও ঈশ্বর সম্পর্কে শেষ উচ্চারন করলেন।
... যেখানে গঙ্গা ... বনভূমি ... হিমালয়ের গুহাকন্দর এবং মানুষ ঈশ্বরের স্বপ্নে বিভোর, সেখানে আমার দীক্ষা হয়েছে; আমার দেহ সেই তৃনভূমি স্পর্শ করেছে।
ভাষন সমাপ্ত হওয়ার পরে, একটি স্বর্গীয় হাসিতে তাঁর মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হলো এবং তিনি মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন। দেহ থেকে মহাযোগীর পরপারে পরম সচেতন প্রস্থান।
“আমার দেহ চলে যাবে কিন্তু আমার কাজ চলতে থাকবে”
ওঁ শান্তি
ওঁ শান্তি
ওঁ শা

THE BIRTHDAY PRESENT

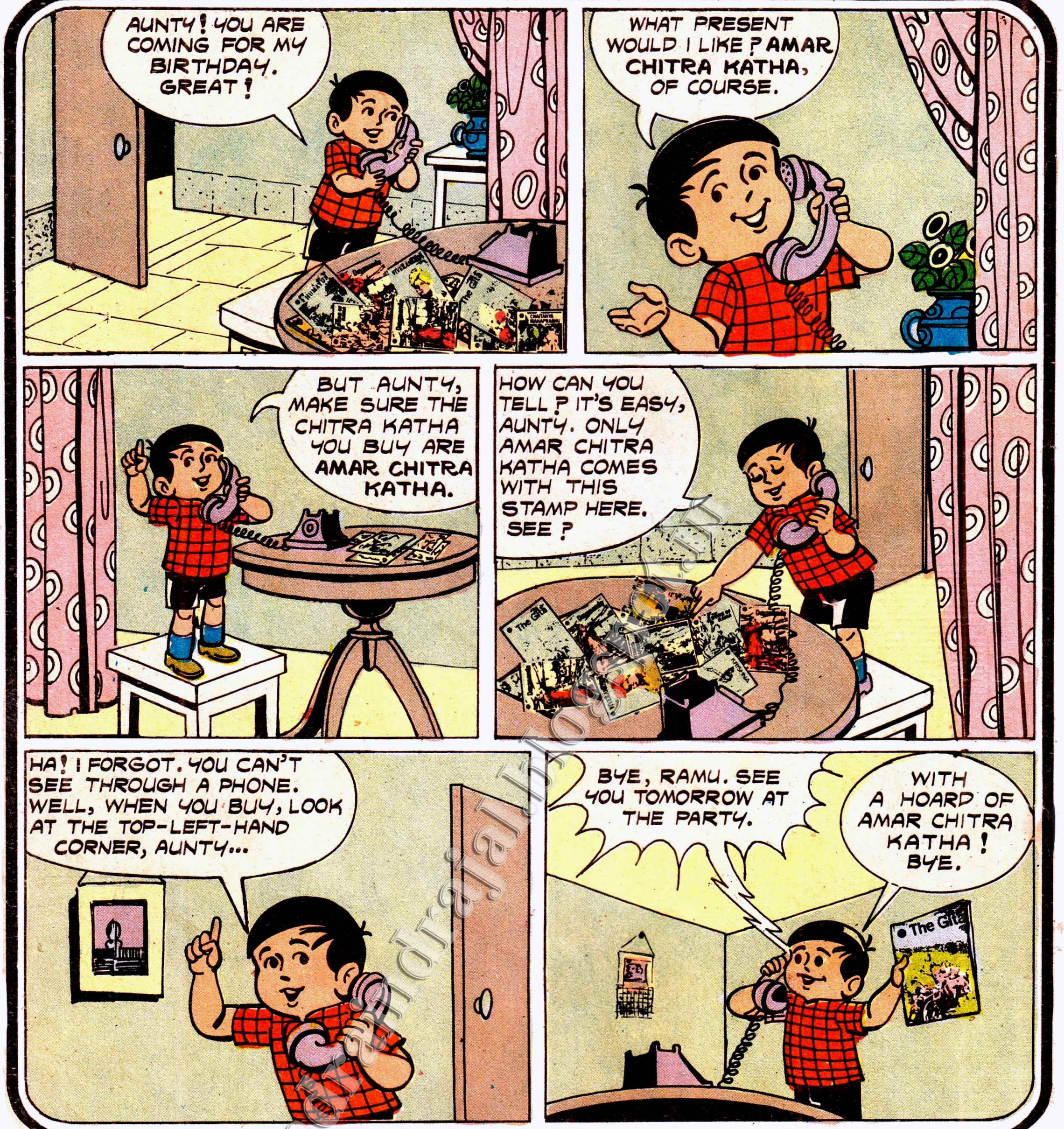

AMAR CHITRA KATHA

AMAR CHITRA KATHA ARE BROUGHT OUT BY PEOPLE

– who care for children

– who screen each word and each picture as they have a lasting impact on impressionable minds.

– for whom Chitra Katha is more a vehicle of education than a business.

Published by:

Distributed by:
INDIA BOOK HOUSE
IBH

Editor: Anant Pai

শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দের বাণী

- ঈশ্বরই প্রেম ; তাঁর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য প্রেমেই নিহিত। কূট তর্ক-বিতর্কের চেয়ে এই সরল চিন্তাই কি মানুষের হৃদয়কে শান্তি দিতে পারে না? যে মহর্ষিই সৃষ্টি রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন, তিনিই উপলব্ধি করেছেন ঈশ্বরের সার্বিক পরিকল্পনার স্বরূপ এবং তা সুন্দর ও আনন্দময়।

- এতো কিছু জানবার আছে, এতো কিছু দেখার আছে নিজের ভেতরে। প্রতিটি সমস্যার উত্তরই সে 'অসীম' থেকে সরাসরি তোমার কাছে আসে। ধ্যানের মাধ্যমে আমার অন্তরে আমি যে সত্যকে দেখতে পাই, বিজ্ঞান সেই সত্যকেই অন্য প্রক্রিয়ার দ্বারা উদঘাটিত করে।

- ঈশ্বর যে সুখ দিতে পারেন, সে সুখ পৃথিবীর যে কোন সুখ অপেক্ষা মহত্তর। স্বর্গীয় আনন্দ অক্ষয়, অনন্ত। যখন সব কিছু দ্রবীভূত হয়, সেই আনন্দ বর্তমান থাকে।

- ঈশ্বরকে জানতে পারলে, আর কোন দুঃখই থাকেনা। যে সব প্রিয়জনেরা মৃত, তাঁরা সবাই তোমার সঙ্গে অনন্তে মিলিত হবেন। কে তোমার আপন-জন, তা তুমি জানো না। কারন প্রত্যেকেই তোমার আপনজন।

- জ্ঞানই প্রেমের পথ তৈরি করে। যাকে তুমি জানো না, তাকে তুমি ভালো-বাসতেও পারবে না। ঈশ্বর সম্বন্ধিত জ্ঞানই তাঁর প্রতি প্রেমের পূর্ব অধ্যায়। যখন তুমি তাঁকে ভালোবাসবে, তখনই তুমি নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পন করবে।

AMAR CHITRA KATHA

Give your child a gift he'll treasure forever–the gift of his own heritage in these specially designed

BUMPER ISSUES

each containing three Amar Chitra Katha titles :

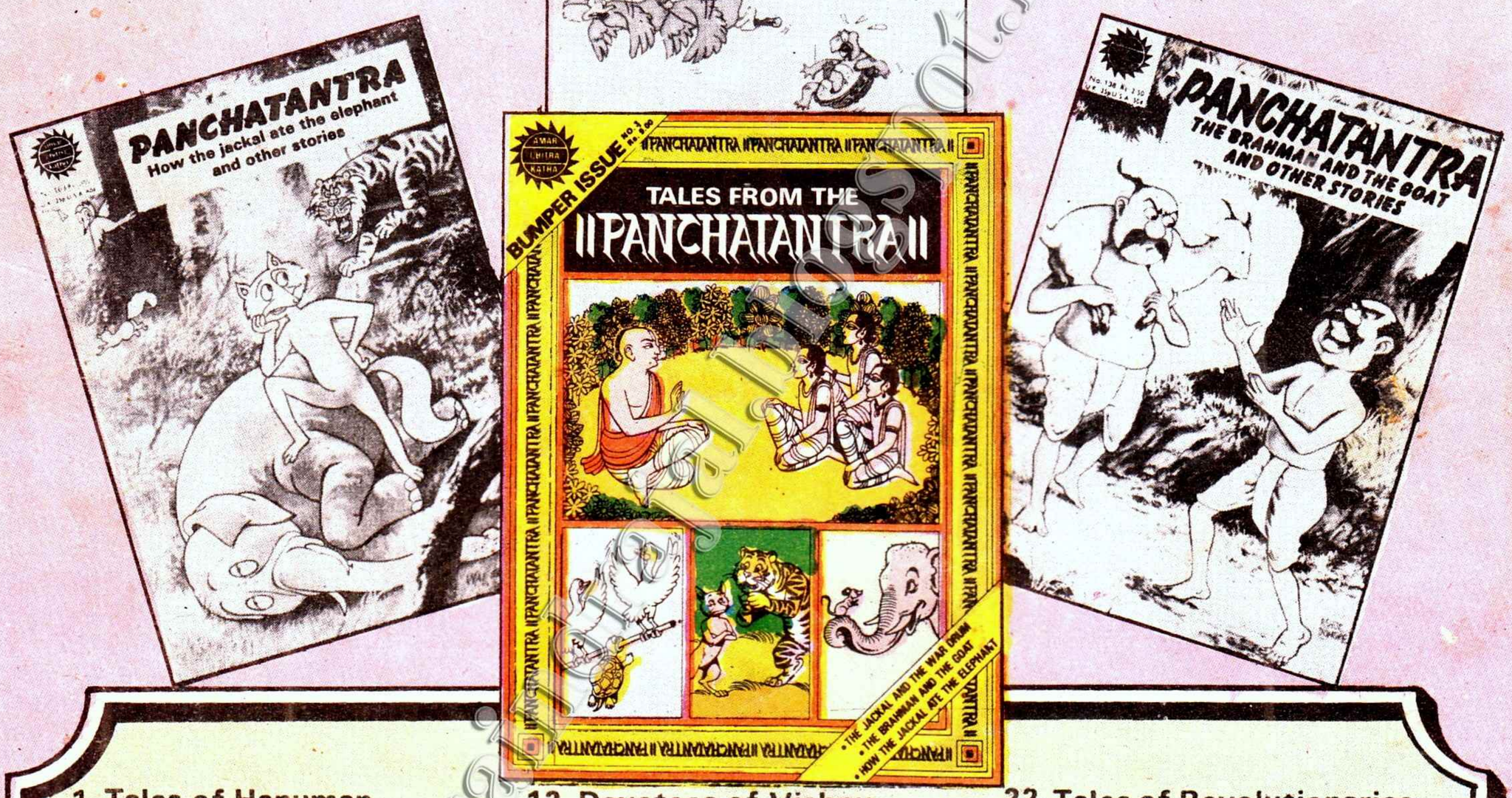

indrajal-comics.blogspot.in

1. Tales of Hanuman
2. Tales of Birbal
3. Tales from the Panchatantra
4. Tales of Buddha
5. Tales of the Mother Goddess
6. The sons of Shiva
7. Adventures of Krishna
8. Tales from the Hitopadesha
9. The Great Ranas of Mewar
10. Tales of Humour
11. The sons of the Pandavas
12. Devotees of Vishnu
13. Jataka tales – Animal Stories
14. Poet Saints of North-India
15. Ramakrishna Paramahansa & his tales
16. Tales from the Mahabharata
17. Tales of Gujarat
18. Valiant kings of Ancient India
19. Folktales of Bengal
20. Heroes of the Mahabharata
21. The three Gurus
22. Tales of Revolutionaries
23. Men who fought for Independence-1.
24. Great sons of Bengal
25. Tales of Valiant Queens.
26. Tales of Krishna
27. Tales of Love and Devotion
28. Exploits of Arjuna
29. Tales of Indra
30. Buddhist Legends
31. The Great Mughals-I
32. The Great Mughals-II
33. Heroes of Punjab
34. Tales of Sanjeevani
35. Legends of Orissa

Distributed by
IBH INDIA BOOK HOUSE

Rs. 12/- each